কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হোক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন তাকে এক কথায় যুগান্তকারী বলা যেতে পারে। দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও খবরদারি দীর্ঘদিনের। আগে স্থানীয় সংসদ সদস্যরা এলাকায় যত খুশি তত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারতেন। এই সময়ে ক্ষমতার অপপ্রয়োগও লক্ষ করা গেছে। ২০০৯ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা তৈরি করা হয়। এই প্রবিধান অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য স্থানীয় সর্বোচ্চ চারটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারতেন। এর পরও এলাকার অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হতো স্থানীয় সংসদ সদস্যের পছন্দের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের চেয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক প্রভাবই বেশি কার্যকর ছিল। অথচ যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষানুরাগীদের পরিচালনায় ভালো চলার কথা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির নেতৃত্বে থাকা স্থানীয় সংসদ সদস্য ও তাঁদের পছন্দের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক দুর্নীতি তথা নিয়োগ-বাণিজ্যের অনেক অভিযোগ রয়েছে। আবার সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের টাকা আত্মসাতের অভিযোগও আছে অনেক গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে। শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও কম নয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আগ্রহ শিক্ষার চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশি হওয়ায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি প্রাধান্য পেলে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ হবে না, এটাই স্বাভাবিক।

জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষার মান নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষার মান বজায় রাখতে হলে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক পাঠদানের চেয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই বেশি আগ্রহী হবেন। সে ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বাধাগ্রস্ত হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে কেন্দ্র করে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হলে সেই কমিটি শিক্ষকদের জবাবদিহি করতে পারে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে অবজ্ঞা করলেও স্থানীয়ভাবে কারো কিছু করার থাকে না। কিন্তু নির্বাচিত গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি জবাবদিহি করতে বাধ্য।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন নিয়ে যে নির্দেশনা আদালত থেকে দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করি আমরা। এই নির্দেশের পরও সংসদ সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হওয়া থেকে কতটুকু বিরত রাখা যাবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সংসদ সদস্যরা নিজেরাই প্রার্থী হবেন না বা তাঁদের পছন্দের লোকদের প্রার্থী করবেন না, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমরা মনে করি, আদালতের এই নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। সংসদ সদস্যরা স্থানীয় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করলেই প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি বাড়বে। তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হবে। নিশ্চিত হবে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।